দৈনিক
ইত্তেফাক

13 OCT 2013 ... ৩ ... ২

পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের সাত দিনের আল্টিমেটাম

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সুপারভাইজারের পরিবর্তে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ ও বৃত্তি-ভাতার দুইদফা দাবি বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও গেজেট প্রকাশ না করায় ৭ দিনের আল্টিমেটাম দিয়েছেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে আগামী ১৯ অক্টোবরের মধ্যে সরকার দাবি পূরণ না করলে ফের ২০ অক্টোবর থেকে লাগাতার পরীক্ষা বর্জনসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা দেন তারা।

দাবি বাস্তবায়ন না হলে কঠোর কর্মসূচির হুমকি

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদ (বাকাছাপ)-এর আহবায়ক মো. জাকির হোসেন সাগর। তিনি জানান, নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী ২০ অক্টোবরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণ না হলে ওই দিন থেকেই সব কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষা ও একাডেমিক কার্যক্রম অনির্দিষ্ট কালের জন্য বর্জন করা হবে। একই সঙ্গে দাবি আদায়ে আরো বৃহত্তর আন্দোলনসহ কঠোর কর্মসূচি দেয়ার কথাও জানান তিনি।

জাকির জানান, গত ২৯ সেপ্টেম্বর সকল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি পালিত হয়। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর গণপূর্ত সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেন এবং শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঙ্গে বাকাছাপের নেতাদের এক বৈঠকে দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা বর্জনসহ আন্দোলনের কর্মসূচি ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়। এখনও পর্যন্ত সরকার দাবি বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। এতে দেশের পলিটেকনিক শিক্ষাঙ্গনের আড়াই লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী আবারও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

জাকির বলেন, পলিটেকনিক থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন বিপন্ন করার পেছনে এক শ্রেণির কারিগরী আমলা ও সরকারের অসাধু কর্মকর্তার ষড়যন্ত্র রয়েছে। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই পুনরায় পরীক্ষা বর্জনের মতো কর্মসূচি দিতে বাধ্য হচ্ছি।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, চার বছরের কোর্স সম্পন্ন করার পর সরকারি চাকরিতে তাদের পদবি সহকারী প্রকৌশলীর পরিবর্তে সুপারভাইজার করা হয়েছে, যা লজ্জাজনক। তাদের বৃত্তির টাকা বৃদ্ধি এবং ইন্টার্নি ফি ৪০ বছরের আগের নির্ধারিত ৫০০ টাকা এখনো বহাল রয়েছে। অবিলম্বে এই ফি বৃদ্ধি এবং রাজপথে আন্দোলনকালে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাজীবী ছাত্র শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব খন্দকার মাইনুর রহমান, বাকছাপের সদস্য সচিব মো. কাউছার আহমেদ রুবেল, ছাত্রনেতা কামরুল, ফজলে সালমা, মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।